তারিখ 13 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

The Bangladesh Times

025

প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

দেশে ৪৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর সরকারী এবং ৮ হাজার বেসরকারী। এই কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মোটামুটিভা মিক বেসরকারী বিদ্যালয় রেজেস্ট্রি করা হয়েছে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সরকারীকরণের প্র ক্ষায় আছেন। এরা নিয়মিত বেতন পান না। স্থানীয়ভাবে চাঁদা আদায় এবং জনসাধারণের সাহায্যের উপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হয়। গ্রামবাংলায় ছাত্র বেতনে বেঁচে থাকা এ মুহূর্তে অচিন্তনীয়।

এই আট হাজার বিদ্যালয় নিয়ে কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নেননি তা সত্য নয়। গত বছর কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট কয়েক মাসের জন্য সরকারী তহবিল হতে বেতন দেয়া হয়েছিল। শিক্ষকেরা আশা করছিলেন এ বেতন চালু থাকবে বা অন্তত এই বিদ্যালয়গুলি কালক্রমে জাতীয়করণ করা হবে। কিন্তু বেশ কয়েক মাস হল এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের বেতন আদৌ দেয়া হবে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না।

উল্লেখ্য যে সমস্যাটি ইতিপূর্বে বার বার আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই সমস্যা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু কাজ খুব একটা এগোয়নি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সাহায্য আসছে বিভিন্ন সংস্থা থেকে। আমাদের ধারণা প্রাথমিক শিক্ষাখাতে প্রাপ্ত সকল সাহায্য সমন্বিতভাবে ব্যয় করার ব্যবস্থা হলে এই বেসরকারী স্কুলগুলির সরকারীকরণ খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়।

এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিকল্পিতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের আবেদন হচ্ছে, রেজিস্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব সরকারীভাবে গ্রহণ করে প্রাথমিক স্তরে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে বিধিনিষেধ প্রণয়ন করা হোক। অন্যথায় অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।